শ্রীদেবর্ষিনারদ “সুপ্রসীদতি” এইরূপ উল্লেখ না করিয়া ভগবৎশ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-লক্ষণা সাক্ষাৎ ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইয়াছেন। যদি বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত সুপ্রসন্নতালাভ করিত, তাহা হইলে শ্রীপাদ্ দেবর্ষি নারদ “যেন চাত্মা প্রসীদতি” এই শ্লোকে “প্রসীদতি” ক্রিয়ার পূর্ব্বে “সু” এই অব্যয় পদটী প্রয়োগ করিতেন। মূলকথা—সাক্ষাৎ ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান বিনা অন্য কোনও সাধনেই চিত্ত সর্ব্বপ্রকার বাসনাশূন্য হইতে পারে না। যেমন স্বর্ণকে শত উপায়েও বিশুদ্ধ করিতে পারা যায় না, যদি তাহাকে অগ্নিতে দিয়া গলান না যায়। তেমনি যতদিন শ্রীহরি বলিয়া চিত্ত না গলিবে, ততদিন চিত্তের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাসনা কিছুতেই বিদূরিত হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়েই শ্রীদেবর্ষি নারদ “সু” শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। অনন্তর সেই সেই বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মের আচারাদি উল্লেখ করিয়া কিন্তু নিজের তৃতীয় গন্ধর্ব্বজাতিতে জন্মগ্রহণকালে আনুসঙ্গিকভাবে ভগবদ্-গানমাত্র সৎকর্ম্মের কথা উল্লেখ করিয়া, দ্বিতীয়বার শূদ্রজাতিতে জন্মগ্রহণকালেও মুনিগণসঙ্গে শ্রবণাদিমাত্র সৎকর্ম্মের কথা উল্লেখ করিয়া নিজের ভগবদ্ভক্তিভাবিত ভগবৎ-পার্ষদত্ব পর্য্যন্ত ফলপ্রাপ্তিতে পূর্ব্ববর্ণিত নির্ম্মলস্বধর্ম্মলক্ষণকারণান্তরের আদর করেন নাই। অর্থাৎ তৃতীয় গন্ধর্ব্বজন্মেও আনুসঙ্গিক হরিকথা গানেরই উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় শূদ্রজন্মেও শ্রীমুনিগণের প্রসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণেরই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোনও জন্মেই বর্ণ ও আশ্রমোচিত আচার-অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম—এইরূপ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেন নাই। তাহা হইলেই বেশ বুঝা গেল—তৃতীয় জন্মের ভক্তির আভাসে ও দ্বিতীয় জন্মে ভক্তি অনুষ্ঠানের ফলেই শ্রীভগবানের নিকটে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবার উপযোগী সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্ভাবভাবিত পার্ষদদেহটি লাভ করিয়াছেন। ইহাদ্বারা শ্রীভগবদ্ভক্তিই যে বিশেষ আগ্রহপূর্ব্বক জীবমাত্রের অবশ্য অনুষ্ঠেয়, বর্ণাশ্রমাদি সৎকর্ম্ম-অনুষ্ঠানের আগ্রহ রাখিতে হইবে না; ইহাই যে শ্রীপাদ্ দেবর্ষি নারদের উপদেশের মার্ম্মিক উদ্দেশ্য, এ বিষয়ে কোনই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ এই সকল বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম উপদেশ করিয়া “যথাহি যূয়ং নৃপদেব ত্বস্ত্যজাৎ” এই ৭।১৫।৬৭ শ্লোকের টীকায় এই সমুদয় বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম যাহা উপদেশ করিলাম, তাহা সর্ব্বসাধারণ বলিয়া জানিও। ভক্তের কিন্তু ভক্তিই সর্ব্বপুরুষার্থ লাভের হেতু, ইহা পাণ্ডবগণকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন। এইরূপ স্বামীপাদের টীকার আভাসে স্পষ্টই বুঝা যায়—“ভক্তিই সর্ব্বপুরুষার্থসাধিকা”, এবং ভক্তের অন্য কোনও সাধনের প্রতি আদর না রাখিয়া একমাত্র ভক্তিই